OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 536 - 542
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘রক্তকরবী’-র মঞ্চভাবনায় ও আলোক প্রক্ষেপণে খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন

ড. সাধনকুমার সাহা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : sksahaugb@gmail.com
ও
প্রসেনজিৎ ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : prosenjitghosh46470@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Raktakarabi, Stage Design, Light Design, Khaled Chowdhury, Tapas Sen, Indian Form.

Abstract
In the second half of the 20th century, Khaled Chowdhury and Tapas Sen emerged as stage and light designers in Bengali theatre. It is when the drama is presented on stage that its true worth is found. Khaled Chowdhury and Tapas Sen showed how to do good work at a low cost through the use of country language in the play 'Raktakarabi'. Under the direction of Shambhu Mitra, Khaled Chowdhury and Tapas Sen staged and lighted the play 'Raktakarabi'. The art of staging and lighting was established in Bengali theater through the theatrical presentation of the play 'Raktakarabi'. We will discuss how Khaled Chowdhury and Tapas Sen brought about the overall change in the artistic consciousness of Bengali theater through the play 'Raktakarabi'. What kind of change did Khaled Chowdhury make in the stage concept of 'Raktakarabi' drama by using local materials? To what extent was the staging of Khaled Chowdhury's 'Raktakarabi' drama the change of stage thinking in Bengali theatre? How much role did lightning play in Tapas Sen's 'Raktakarabi' play in the change of lighting concept in Bengali theatre?

Discussion

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ‘বহুরূপী’ তথা গ্রুপ থিয়েটারের সুবাদে বাংলা থিয়েটারের নেপথ্য কারিগর হিসেবে মঞ্চচিত্রণশিল্পী খালেদ চৌধুরী ও আলোকশিল্পী তাপস সেনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে মঞ্চচিত্রণ শিল্পীরূপে খালেদ চৌধুরী তাপস সেনের আবির্ভাব ঘটে চারের দশকের মাঝামাঝি গণনাট্যের সূচনালগ্নের কিছুসময় পরে। অন্যদিকে খালেদ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চৌধুরীর অল্প কয়েক বছর পর (বলা যেতে পারে প্রায় সমসাময়িক কালে চারের দশকের প্রায় শেষার্ধে) বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আলোর জাদুকর তাপস সেনের আবির্ভাব ঘটে। দু'জনেই মঞ্চের নেপথ্য শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও ওই সময়পর্বে বাংলা থিয়েটারে মঞ্চবিন্যাস ও আলোর প্রক্ষেপণে আমূল পরিবর্তন ঘটান নিজস্ব শিল্পদক্ষতায়। 'নবান্ন'-র প্রযোজনার পরবর্তীকালে বাংলা মঞ্চে আলো, সংগীত, শব্দ, মঞ্চস্থাপত্যেকে নানান স্তর ভেদে ব্যবহার বেড়ে যায়। আর সে সময় বাংলা থিয়েটারে মঞ্চ ও আলোর ব্যবহার খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেনের হাত ধরে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 'রক্তকরবী' ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের অনুরোধে এই নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন। স্বল্প খরচে দেশজ জিনিসপত্র ব্যবহারের মধ্যদিয়ে রক্তকরবী নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত করেন খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন।

মানুষের লোভ মানুষকে সমস্ত সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা থেকে অস্বীকার করে মানুষকে নিছক যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করে যন্ত্রশক্তিই সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। আর এই অসীম শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ কীরূপ ধারণ করেছে রবীন্দ্রনাথ তা তুলে ধরেছেন 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩৩০ সনে, শিলং এর শৈলবাসের সময় (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে) *রক্তকরবী* নাটকটি রচনা করেন। যা ১৩৩১ সনে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩৩ অর্থাৎ ডিসেম্বর, ১৯২৬ সালে বই আকরে প্রকাশিত হয়। নাটকটির প্রথম নামকরণ হয়েছিল *যক্ষপুরী*। রক্তকরবী নাটকের নাম তিন বার পরিবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম থেকে তৃতীয় খসড়ায় *যক্ষপুরী*, চতুর্থ থেকে সপ্তম খসড়ায় *নন্দিনী*, অষ্টম খসড়া থেকে রাখেন *রক্তকরবী*। আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু *রক্তকরবী*-র মঞ্চভাবনায় ও আলোকসম্পাতে খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন, তাই *রক্তকরবী* নাটকের আলোচনায় না গিয়ে খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন *রক্তকরবী*-র মঞ্চভাবনায় ও আলোকসম্পাতে তাঁদের প্রতিভার যে উন্মেষ ঘটেছিল তা নিয়ে আলোচনা করবো।

।। এক।।

রক্তকরবী বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক চর্চিত মঞ্চ প্রযোজনা। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে *রক্তকরবী* মঞ্চস্থ করেননি। তাঁর ধারণা ছিল *রক্তকরবী* নাটক পড়ার জন্য, অভিনয় করার জন্য নয়। যদিও তিনি রক্তকরবী মূলত অভিনয়ের জন্যই লিখেছিলেন। অভিনেতা এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি *রক্তকরবী* প্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষমেশ করে উঠতে পারেননি। *রক্তকরবী* প্রকাশের আগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই শিশিরকুমার ভাদুড়িকে নাটকটি পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শিশির ভাদুড়ির প্রতিভার উপর পূর্ণ আস্থা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়িও *রক্তকরবী* মঞ্চয়ন করতে পারেননি। পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্র শম্ভু মিত্র *রক্তকরবী* প্রযোজনা করতে চাইলে তিনি বাধাও দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে *রক্তকরবী* নাটকের একটিমাত্র অভিনয়ের কথা আমরা জানতে পারি, যা 'দি টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ'-এর উদ্যোগে কলকাতার নাট্যনিকেতনে ১৯৩৪ সালের ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১] এরপর ১৯৪৭ সালে *রক্তকরবী* প্রযোজনা করলেন দেবব্রত বিশ্বাস। যাঁকে আমরা চিনি রবীন্দ্রসংগীতের 'ব্রাত্যজন' জর্জ বিশ্বাস রূপে। সে সময় দেবব্রত বিশ্বাসের এই নাটকে রাজার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র। ১৯৫৩ সালে *রক্তকরবী* নাটক পরিচালনা করলেন 'সন্ধ্যানীড়' দলের অশোক সেন। সম্ভবত বলা হয় এটিই হল *রক্তকরবী* নাটকের প্রথম সৌখিন মঞ্চায়ন। অশোক সেন পরিচালিত *রক্তকরবী*-র মঞ্চায়ন সাফল্য পায়নি। শম্ভু মিত্র ও খালেদ চৌধুরী আই পি টি এ ছেড়ে বেরিয়ে বহুরূপীতে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে বহুরূপীতে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় *রক্তকরবী* মঞ্চস্থ হয় এবং বলা যেতে পারে এটি *রক্তকরবী* নাটকের প্রথম স্মরণীয় মঞ্চায়ন, সম্ভবত শ্রেষ্ঠতমও। ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় যখন *রক্তকরবী* সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে বাংলার থিয়েটারে এক নতুন অধ্যায় সূচনা হয়। *রক্তকরবী* নাটক পরিচালনা শম্ভু মিত্র করলেও খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন দু'জন শিল্পী *রক্তকরবী* মঞ্চায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন — মঞ্চভাবনা, সংগীত ও পোশাক পরিকল্পনা করেন খালেদ চৌধুরী ও আলো করেছেন তাপস সেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

।। দুই ।।

বাংলা থিয়েটারের নেপথ্যের কারিগর হলেন খালেদ চৌধুরী। খালেদ চৌধুরী মঞ্চ পরিকল্পনার সাথে তিনি নাটকে সংগীত, পোশাক পরিকল্পনাও করেছেন। ১৯১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর চেপরা গ্রামের কাছে দাসগ্রামে মামার বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চেপরা ছিল খালেদ চৌধুরীর পৈতৃক ভিটে। ছোটোবেলা থেকেই তিনি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দিতেন খালেদ চৌধুরী। তাঁর মামার বাড়ি ছিল নদী, পাহাড়ঘেরা, চারিদিকে জল ও বড়ো বড়ো প্রান্তর ঘেরা। বিদ্যালয়ে পড়াকলীন তিনি চাষির নৌকা পূজার সাথে পরিচিত হন। স্কুল থেকে পালিয়ে তিনি সেই পূজা দেখতে যেতেন। তিনি ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। সে সময় তাঁদের গ্রামের জনপ্রিয় পালা মনসামঙ্গল ও পদ্মাপুরাণ প্রবলভাবে খালেদ চৌধুরীকে আকর্ষণ করেছিল। রাত্রে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে লুকিয়ে পদ্মাপুরাণ দেখতে যেতেন। খালেদ চৌধুরীর বাড়ির পাশের নদী বর্ষার জলে যখন নদী পূর্ন থাকতো তখন বাইচ ও মেয়েদের ধামাইল নাচ হত। তাঁর দিদিমাও গান ও ভালো ধামাইল নাচ করতে পারতেন। গানের পরিবেশ পেতেন তিনি মূলত মামার বাড়িতেই। আর এমন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার কারণে তাঁর মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই এক শিল্পী সত্তা খুঁজে পাওয়া যায়।

১৯৪৪ সালে মাত্র চৌষট্টি টাকার নিয়ে খালেদ চৌধুরী কলকাতায় যান। সেখানে তিনি গণনাট্য আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। বাংলা থিয়েটার যখন গণনাট্য আন্দোলের হাত ধরে নতুন অভিমুখে পরিবর্তন ঘটছে ঠিক তখনই থিয়েটারের নেপথ্য কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন মঞ্চচিত্রণ শিল্পী খালেদ চৌধুরী। আর এখানেই শম্ভু মিত্রের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্র যখন *রক্তকরবী* নাটকের মঞ্চায়ন করবেন ঠিক করেন তখন খালেদ চৌধুরীর কথা মনে পড়েন-

> "একদিন শম্ভু মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পয়সার দরকার নেই'। উত্তর দিলেন, 'আছে'। শম্ভু বাবু বললেন, 'তাহলে নাটক করা যাক'।... শম্ভুবাবুর প্রশ্ন — 'রক্তকরবী পড়েছ'? মনে পড়ে গেলো ১৯৪৯-এর কথা, খালেদ চৌধুরী জানালেন পড়েছেন। তবু শম্ভু মিত্র আর একবার সকলে মিলে পড়ার আয়োজন করলেন।"[২]

এরপর সকলে মিলে *রক্তকরবী* পড়লেন বেশ কয়েকদিন ধরে। সবার ভালো লাগার ফলে ঠিক হয় শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় *রক্তকরবী* মঞ্চায়ন হবে। *রক্তকরবী* নাটক খালেদ চৌধুরীর প্রথম মঞ্চ পরিকল্পনা। মঞ্চ পরিকল্পনার সাথে তিনি *রক্তকরবী* নাটকে আবহ সংগীত ও পোশাক পরিকল্পনা করেন যা তার কাছে একেবারে নতুন ছিল। খালেদ চৌধুরী প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে নতুন ভাবে নতুন রূপে সাজালেন *রক্তকরবী*-র মঞ্চ। *রক্তকরবী* নাটকের মধ্যে দিয়ে বাংলা ইতিহাসে *রক্তকরবী*-র মঞ্চ ভাবনা এক নতুন পথে অর্থাৎ বাংলা থিয়েটারের মঞ্চ ভাবনাকে এক নতুন দিকে পথ নির্দেশ করলেন। খালেদ চৌধুরী অনেকটা স্বাধীন-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। শম্ভু মিত্র পরিচালক হলেও বাকি শিল্পীদের স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে খালেদ চৌধুরী বলেছেন -

> "আমি যা যা করেছি তার পিছনে আমার কোন পূর্বশিক্ষণ ছিল না, কোন বোঝাপড়াও ছিল না শম্ভু মিত্র প্ররোচিত করেছেন আমাকে। আমি তার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। কোনো জায়গায় পেরেছি। কোনো জায়গায় পারিনি। কতটা পেরেছি, তাও আমি বলতে পারব না। কতটা পারিনি, তাও না। কিন্তু মনে হয়েছে, এই করা দরকার। এবং হাতের কাছে যা মালমশলা ছিল, তাই নিয়ে সেট করেছি। শম্ভু মিত্রের সংস্পর্শে না এলে তা করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। এভাবেই আমার নাটকের প্রথম কাজকর্ম।"[৩]

আর এই স্বতন্ত্রতা খালেদ চৌধুরীর নিজস্বতাকে প্রকাশ করতে সহায়তা করেছে।

খালেদ চৌধুরী *রক্তকরবী* নাটকের আবহসংগীত করেছিলেন শুধুমাত্র শম্ভু মিত্রের কথা রাখার জন্য। এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন —

> "শম্ভু মিত্র আমাকে প্ররোচিত করতে লাগলেন যাতে নতুন করে চিন্তা করা যায়। অর্থাৎ, বাঁধাধরা ছকে চিন্তা না করে অন্যভাবে করা যায়।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সে সময় বহুরূপী নাট্যদলের নিজস্ব কোনো টেপ রেকর্ডার ছিল না —

> "তখন 'বহুরূপী'তে টেপরেকর্ডার ছিলই না। টেপরেকর্ডার আমাদের কাছে বিস্ময় তখন অবধি। ১৯৫৪–তে সেটা ভাবাই যায়নি। আর দলের যা অবস্থা ছিল — মানে, আর্থিক অবস্থা।"[৫]

স্বল্প খরচে তাদের সুন্দরভাবে মঞ্চে উপস্থাপন করতে হবে সংগীত হোক বা মঞ্চ সাজানো বা পোশাক পরিকল্পনা সবকিছুই খুব কম খরচে করতে হবে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যখন কলকারখানার কথা আসে তখন খালেদ চৌধুরী পুরনো লোহার দোকান থেকে টুকরো টুকরো লোহা জোগাড় করলেন এবং নানা রকম দৃশ্য ও সারঞ্জম জোগাড় করে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন খালেদ চৌধুরী। এইভাবে সংগীত করা যায় বা মঞ্চপরিকল্পনা করা যায় তা খালেদ চৌধুরী প্রথম বাংলা থিয়েটারে দেখিয়েছিলেন। খালেদ চৌধুরী লিখেছেন -

> "দোকানটা ছিল রিচি রোড আর হাজরা রোডের মোড়ে। ওইখানে পুরনো লোহার দোকান। অনেকগুলো দোকান ছিল। টিউনিং ফর্ক একটা নিয়ে ওইখান থেকে একটা সুর বার করে, মানে, একটা নোট পেয়ে গেলাম। তারপর তার সম্পর্কসূত্রে, যা যা নোটের দরকার আর কী, বা, যা পাচ্ছি, সেরকম বেশ কিছু টুকরো-টাকরা নিয়ে এলাম। নানা আকৃতির, নানা জাতের। সেইগুলো হলো আমার প্রথম কারখানা তৈরীর ব্যাপার। কারখানার সঙ্গীত আর কী। তার সঙ্গে যেটা থাকল সেটা বাঁশি।"[৬]

মঞ্চস্থাপত্যগুলিতে তিনি মূলত দুটি রং ব্যবহার করেছেন শ্বেত পাথর ও কালো পাথরের আদলে প্রথম দুটি অভিনয়ে *রক্তকরবী* নাটকে খালেদ চৌধুরী গগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ব্যবহার করেছিলেন। *রক্তকরবী* নাটকের জন্য খালেদ চৌধুরী স্টেজ পেলেন ৩০ ফুটের মতো। এই ৩০ ফুটের স্টেজের মধ্যে তাকে মঞ্চ নানা রকম সাজসজ্জা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতে গিয়ে লিখেছেন -

> "তিরিশ ফুট ওপেনিং। পাচ্ছি কিন্তু আটাশ ফুট ওপেনিং। আর আমি আসলে চল্লিশ ফুটের ডিজাইন করে ফেলেছিলাম। ওই বোধটা ছিল না। যাইহোক, ওটা কাজে লাগেনি। কাটছাঁট দিয়ে যা থাকলো, সেটাতেই রক্তকরবী শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল। সেই রক্তকরবী নানা জায়গায় হয়েছে। শেষ অবধি যা হয়েছে ওটার উপরেই অল্পবিস্তার পরিবর্তন করে। যেমন, রাজার ঘরের দরজার সামনে নকশা পরবর্তীকালে পালটে গেল। দরজা খোলার কৌশল বদলে গেল। সামনের সিঁড়ি দুপাশে বাড়ানো হল, নন্দিনী'র বসার সুবিধার জন্য। ধ্বজার নীচে একটা মূর্তি বসানো হল, অনেকটা অ্যাটলাসের মতো। মকরমুখের স্থাপত্য - অলংকরণ বদলানো হল। সর্বোপরি, রাজার ঘরের দরজার তিন দিকে বাংলার কুঁড়েঘরের আদলে নকশা করা হল। তার মাঝখানে, উপরে, একটা উড়ন্ত বাজপাখি রিলিফ।এবং সেই অনুপাতে ডানদিকের চত্বর এবং তার থামগুলো উচ্চতার হেরফরে করা হল।"[৭]

রক্তকরবী মঞ্চ তৈরির ক্ষেত্রে খালেদ চৌধুরী নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 'বহুরূপী' তখন নতুন দল, তার উপর *রক্তকরবী*-র মতো নাটক মঞ্চায়ন করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে স্বল্প খরচায় অর্থাৎ কম খরচে মঞ্চ নির্মাণ করতে হবে তার জন্য মানিয়ে নিয়ে তৈরি জিনিসকে খাপ খাইয়ে বা পুরনো জিনিস সংগ্রহ করে মঞ্চ তৈরি করলেন। নাট্যকার, পরিচালক শম্ভু মিত্র সব সময় খালেদ চৌধুরীকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। রাজার ঘর বানানোর জন্য কার্ড ব্যবহার করলেন। ঠিক করলে যে ঘরের পাশ দিয়ে সর্দার পাড়া থাকবে। বড় বড় কাগজ কেটে মঞ্চের ডিজাইন করলেন — এভাবেই *রক্তকরবী*-র মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। খালেদ চৌধুরী দায়িত্ব পান *রক্তকরবী*-র পোশাক পরিকল্পনার। নাটকের সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ নাটকের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পোশাক ঠিক করেন খালেদ চৌধুরী। *রক্তকরবী*-র পোশাক পরিকল্পনা সম্পর্কে খালেদ চৌধুরী বলেছেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বাংলাতে সর্দার বললেই বেশ গোলমাল হয়। এবং দেখেছি অনেক বিখ্যাত লোক সেই গোলমালে পড়েছেন। আমাদের 'সর্দার-এর পোশাকে যখন তাঁরা দেখলেন যে, শেরওয়ানি রয়েছে, চুড়িদার রয়েছে, কেউ কেউ মেনে নিতে পারলেন না। শেরওয়ানি তখন আমাদের সরকারি পোশাক হয়ে গেছে। সরকারি পোশাকটাকে যে আমরা একেবারে এড়িয়ে যাচ্ছি, তা নয়, কিন্তু ওটাকেই যে দেখাচ্ছি, এমনও নয়। আমরা এটাকে যেমন ফেলছি না, তেমনি বিশেষ কিছু বোঝাতেও চাইছে। কেউ বললেন, 'তোমরা তো একেবারে জহরলাল নেহরুকে দেখিয়ে দিয়েছ।' আমরা জহরলাল নেহেরুকে যে একটু দেখাতে চাইছি না, ঠিক এমন কথা বলবো না জোর দিয়ে, আবার যে দেখাতে চাইছি, একথাও বলছি না। অর্থাৎ আমাদের, বরং বলা যেতে পারে যে, চোরাস্রোতে ব্যাপারটা ছিল। সে জহরলাল নেহেরুর না হয়ে ভারতীয় পটভূমিকায় যদি একজন প্রধানমন্ত্রী হত তাহলে ওইরকম পোশাক হত।"[৮]

রক্তকরবী নাটকে আমরা দেখতে পাই আসলে রাজার বিরুদ্ধে অর্থাৎ শক্তির বিরুদ্ধে নন্দিনীর লড়াই।

।। তিন।।

খালেদ চৌধুরীর জন্মের পাঁচ বছর পর তাপস জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আলোর কারিগর তাপস সেন (১৯২৪–২০০৬) ধুবড়ি জেলার ছাতিয়ানতলাতে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে তাপস সেন 'ভুশণ্ডীর মাঠ' নাটকে আলোর খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন। এরপর স্কুল জীবন সমাপ্ত করে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সের জন্য পলিটেকনিকে ভর্তি হন। পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি তাঁর মনোযোগ কোনোদিনই ছিল না। তিনি সুযোগ পেলেই দিল্লির মঞ্চে গিয়ে নাটক দেখতেন এবং নাটকের আলো সবসময় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত। শিক্ষক প্রতাপ সেন ও সুশীল রায়চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় আলোর প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়ে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি 'রাজপথ' নাটকের আলো করেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আশিস গোস্বামী লিখেছেন -

> "পনেরো বছর বয়সেই 'রাজপথ' নাটকে আলোর কাজ করলেন তালকোটরা ময়দানে। জলভরতি কলসিতে বৈদ্যুতিক ধাতুর পাত ঢুকিয়ে ওয়াটার ডিমারের কাজ করেছিলেন। 'পি.ডাবলু.ডি' নাটকে নিচের থেকে আলো করবেন বলে, বন্ধুদের সাহায্যে এক বাড়ির কাঠের গেট খুলে আনিয়াছিলেন স্টেজের মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে একটা ফ্লাড-লাইট বসিয়ে ওপরে বসিয়ে দিলেন সেই গেট।"[৯]

বিদেশি থিয়েটারে যেখানে একাধিক আধুনিক আলোর যন্ত্রপাতি ছিল সেখানে বাংলা থিয়েটারে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব লক্ষ্য করা যেত। প্রযোজনায় অর্থ কম থাকায় তার প্রভাব মঞ্চের ওপর পড়ত। কিন্তু বাংলা মঞ্চ তাপস সেনের মতো প্রতিভাবান আলোক শিল্পী পেয়েছে। দেশি সরঞ্জাম দিয়ে মাথা খাটিয়ে তিনি আধুনিক আলোর যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতেন। তাপস সেন বাংলা মঞ্চে আলোর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। পন্ডিত রবিশংকর 'নাট্যরঙ্গ' পত্রিকায় আলোক শিল্পী তাপস সেন সম্পর্কে লিখেছেন –

> "ওর সব থেকে বড় গুণ হচ্ছে সেই সময় তেমন কোন আধুনিক আলোর যন্ত্রপাতি না থাকা সত্ত্বেও মাথা খাটিয়ে অদ্ভুত সব ঘটাত।"[৫১]

তিনি প্রথম বহুরূপী প্রযোজিত 'পথিক' নাটকে আলো করেন। এই নাটকের মঞ্চায়নে তিনি ইঁদুরকল আলো ব্যবহার করেন। ছোটো কাঠের বাক্সে বাল্ব লাগিয়ে তিনি ইঁদুরকল নামক আলোর যন্ত্র তৈরি করেন। এই আলোর যন্ত্র দিয়ে তিনি মঞ্চে গাড়ির হেডলাইটের আলো ব্যবহার করেন। প্রথম কাজ 'পথিক' হলেও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে 'রক্তকরবী'-র মধ্যে দিয়ে। তাপস সেন তার ওভারটিন দুধের বালতি ইঁদুর কল পিকরি মিকরি ইত্যাদি দিয়ে মঞ্চে আলোর জগতে বাজিমাত ঘটেছিলেন তার উদ্ভাবনী শক্তির কারণেই তিনি বাংলা মঞ্চে আলোর জাদুকর।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯৫৪ সালে বহুরূপী প্রযোজিত শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয়। আর এই নাটকে আলো করেন আলোক শিল্পী তাপস সেন। 'রক্তকরবী'র মঞ্চায়নে তাপস সেন যে আলোছায়ার দৃশ্য তৈরি করেন তার নাম রেখেছিলেন 'ইকড়ি-মিকড়ি'। এই আলোর নির্মাণে বিদেশে যেখানে কয়েক হাজার টাকা লাগতো, সেখানে তিনি সামান্য খরচে ভাঙা ডালডার টিনের সাহায্যে 'ইকড়ি-মিকড়ি' আলোর যন্ত্র তৈরি করেন। মঞ্চশিল্পী খালেদ চৌধুরী এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—

> "এই দৃশ্যে একটা আলো-আঁধারি আবহাওয়া তৈরি করতেন একটা অদ্ভুত উপায়ে এবং প্রায় নিখরচায়।"[৫২]

সামান্য খরচে তিনি মঞ্চে আলোর মায়াজাল তৈরি করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' নাটকে আলো করেন। এসব ছাপিয়ে গেল ১৯৫৪ সালে প্রযোজিত বহুরূপীর 'রক্তকরবী' প্রযোজনা। রাজার দরজার সামনে ওপরের কোণ থেকে সোনালি আলোর বৃত্তে নন্দিনী; রাজার এঁটোরা বেরিয়ে আসছে। নন্দিনীর সিঁদুরে রাঙানো মেঘ 'আয়রে ভাই লড়াইয়ে চল' শেষ দৃশ্যের আলো যেমন মনে থাকে, তেমনি মনে থাকে বিশু পাগল আর নন্দিনীর একান্ত পরিবেশ; রাজার জালে আটকে পড়া দুটি বিহঙ্গ। মাত্র তিনটে পাঁচশো ফ্লাডের সামনে কাগজ বেঁধে তাতেই ছিঁড়েখুঁড়ে ছড়ানো ছিটোনো আলো; আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। বিশু পাগল শোভেন মজুমদারের কণ্ঠে গান 'ও চাঁদ চোখের জলে'-এর দৃশ্যের বিস্ময়কর আলো নাট্যজগতের ল্যান্ডমার্ক হয়ে রয়েছে। ওই দৃশ্যের কথা স্মরণ করে পবিত্র সরকার বহুদিন পরে লিখেছেন –

> "গানটি শোনাচ্ছে নন্দিনীকে— সেখানে মৃদু নীলাভ আলো আস্তে আস্তে চতুর্দিকে আচ্ছন্নতা বিস্তার করে ওই দুটি মানুষকে ঘিরে ধরে, দৃশ্যটির করুণ বিষণ্ণতা, বিশুর ব্যাকুল আর্তি সব মুহূর্তের মধ্যে দর্শকের বুকের মধ্যে একটা বুদ্ধ কণ্ঠ হাহাকার তৈরি করে দেয়। প্রয়াত শোভেন মজুমদারের ফ্যাঁসফেঁসে গলায় ওই গানটির বেদনা যেমন কান্না-কান্না মূর্তি ধরে ঝরে পড়ত, তেমনই তাপস সেনের আলোও তাঁর কান্নায় কয়েকটা সূক্ষ্ম পর্দা যোগ করত।"[১০]

সামান্য খরচে তিনি মঞ্চে আলোর মায়াজাল তৈরি করলছিলেন। ১৯৫৪ সালে ভারতের জাতীয় সংগীত নাট্য একাডেমির উদ্যোগে দিল্লি নাট্যসঙ্গে প্রথম সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন বহুরূপী নাট্যদল এবং তাদের প্রযোজনায় রক্তকরবী সেখানে মঞ্চস্থ করেন ও *রক্তকরবী* শ্রেষ্ঠ আধুনিক ভারতীয় নাট্য প্রযোজনা রূপে স্বীকৃত পায়। *রক্তকরবী* সম্পর্কে অনেক পত্রপত্রিকা ভুল ধারণা পোষণ করছিল, খালেদ চৌধুরী এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন –

> "এই নাটক দেখার পর বেশিরভাগ দর্শকের চোখ খুলে গেল। কয়েকজন অবশ্য উল্টো সুরে কথা বললেন। কোন কোন কাগজে লিখলেন যে এটা অপব্যাখ্যা হয়েছে। এবং তারপরে যখন ওটা পুরস্কার পেয়ে গেল, তখন রাতারাতি সুর পাল্টে গেল। বলা হলো দারুন ব্যাখ্যা হয়েছে। 'রক্তকরবী' মাইলস্টোন হয়ে গেল যেই পুরস্কার পেয়ে গেল। বলা হল, দারুণ ব্যাখ্যা হয়েছে। 'রক্তকরবী' মাইলস্টোন হয়ে গেল। যেই পুরস্কার পেয়ে গেল অমনি মাইলস্টোন। যেসব কাগজ কদর্যভাবে লিখেছিল, তারা আর টুঁ শব্দ করে না।"[১১]

প্রখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্ত *রক্তকরবী*-র প্রযোজনা সম্পর্কে বলেছেন -

> "বহুরূপী বাংলা মঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যটি ধরেছে - এই ঐতিহ্যে আছে দুটি ধারার মিলন - প্রথমটা দেশজ যাত্রার ও দ্বিতীয়টা য়্যুরোপিয় বাক্সবন্দি মঞ্চের। ...কোথায় যেন বহুরূপী খাঁটি বাংলা নাট্যরূপটা ধরেছে। বিশেষ করে বাচিক অভিনয়ে - এখানেই বিশেষ করে তাঁরা খাঁটি বাঙালি 'বহুরূপী' অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রক্তকরবী'র দৃশ্যপটে যেমন রং আছে তেমন রেখাও আছে, এই সব কিছু একসুরে এক রংয়ে, এক রেখায়, এক ছন্দে গাঁথাই আধুনিক য়্যুরোপিয় থিয়েটারের প্রধান তত্ত্ব। শম্ভুবাবু 'রক্তকরবী'তে দৃঢ়তার সঙ্গে সেদিকে পা বাড়িয়েছেন।"[১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রক্তকরবী নাটক মঞ্চস্থের মধ্যদিয়ে শম্ভু মিত্র বাংলা আধুনিক নাটকে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। আর এই পরিবর্তনে মঞ্চচিত্রাশিল্পী খালেদ চৌধুরী ও আলোকশিল্পী তাপস সেনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের প্রতিভার কারণে তারা রক্তকরবী নাটকের মধ্য দিয়ে মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতকে শিল্পে পরিণত করেন।

Reference:

১. দাস, অর্পণ, ফিচার, পত্রিকা, 'রক্তকরবী' পরিচালনা করেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস।
২. রায়চৌধুরী, দেবাশীষ, নাট্যগ্রন্থমালা ১, খালেদ চৌধুরী, সম্পাদনা প্রভাত কুমার দাস, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী, জুন ২০০৫, পৃ. ২
৩. চৌধুরী, খালেদ, 'রবীন্দ্রনাটকে দৃশ্যকল্প ও আবহভাবনা', 'থিয়েটারে শিল্পভাবনা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রা. লি., বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৪৮
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
৯. গোস্বামী, আশিস, তাপস সেন (নাট্যজন গ্রন্থমালা), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
১১. চৌধুরী, খালেদ, 'রবীন্দ্রনাটকে দৃশ্যকল্প ও আবহভাবনা', 'থিয়েটারে শিল্পভাবনা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রা. লি., বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৪৫
১২. দত্ত, উৎপল, বহুরূপী ও রক্তকরবী পাদপ্রদীপ, সূত্র : বাংলা নাট্য আন্দোলনের ত্রিশ বছর : সুনীল দত্ত, পৃ. ৭৯-৮৭